ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৪৪(আগরতলা ২৯।০৫)
বিশ্রামগঞ্জ,বিশালগড় ২৯ মে, ২০২০

## বহির্রাজ্যে যারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন তারা যাতে ত্রিপুরাতেই কাজ করতে পারেন তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে যারা দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে রাজ্যে এসেছেন এবং যারা এখন বিভিন্ন কারণে হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তাদের খোঁজ খবর নিতে ও এই মারণ ভাইরাসটি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই সমস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন হোম কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের সমস্ত নিয়ম নীতি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য তাদের পরামর্শ দেন। বহির্রাজ্যে যারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ছিলেন তারা যাতে ত্রিপুরাতেই এই সমস্ত কাজকর্ম করতে পারেন তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকার পরামর্শ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়োজনে রাজ্য সরকার তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। মুখ্যমন্ত্রী আজ বিশালগড় ব্লকের গকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, বক্সনগর ব্লকের মাণিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত, কাঁঠালিয়া ব্লকের শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, শ্রীমন্তপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ধনপুর কমিউনিটি হল, কাঁঠালিয়া ব্লকের জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজে যান এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি বক্সনগর ব্লকের মাণিক্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাণিক্যনগর হাইস্কুলে যে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারটি করা হয়েছে তা ঘুরে দেখেন। এরপর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যথাযথভাবে রূপায়িত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে এলাকাবাসীর কাছ থেকে খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের জলপথে যোগাযোগ স্থাপিত হলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি উপকৃত হবে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যে নির্দেশিকা রয়েছে তা যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানান। মাণিক্যনগরে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা মিঠুন দাস এবং কেবল মিয়ার বাড়িতে গিয়ে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং তাদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সোনামুড়া মহকুমার শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যান এবং এলাকাবাসীর সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা এলাকাবাসী পাচ্ছেন কিনা সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ খবর নেন। তিনি শ্রীমন্তপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইনে থাকা বহির্রাজ্য থেকে আসা ১১ জন শ্রমিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। এই শ্রমিকরা বহির্রাজ্যে কোন কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের কাছ থেকে জানতে চান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শ্রমিকরা যাতে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারেন সেজন্যে রাজ্য সরকার প্রয়োজনে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। এরপর তিনি ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। সেখান থেকে তিনি ধনপুর কমিউনিটি হলে এলাকাবাসীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। মুখ্যমন্ত্রী এছাড়া কাঁঠালিয়া ব্লকের জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজ, মোহনপুর ব্লকের পূর্ব চন্ডীগড়ে অনুরূপভাবে এলাকাবাসীর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা বলেন।

**২য় পাতায়**

মুখ্যমন্ত্রী এরপর নলছড়ে যান এবং সেখানেও এলাকাবাসীর সাথে কথাবার্তা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব এরপর চড়িলাম ব্লক কার্যালয়ে যান এবং সেখানে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা শ্রমিকদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সকালে প্রথমে বিশালগড় মহকুমার গকুলনগর পঞ্চায়েতে টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এবং মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এর আগে সকাল ৮টায় গকুলনগরে মুখ্যমন্ত্রী এক প্রশাসনিক বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং জেলাস্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বহির্রাজ্য থেকে এসে যারা কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন তারা যাতে সব ধরণের সরকারি পরিষেবাগুলি পান তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। একই সাথে লকডাউন চলাকালীন সময়ে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবার সুযোগ সুবিধা যাতে মানুষ সময়মত পান সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে সভায় উপস্থিত আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ করে রেশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে যাতে জনসাধারণের কোন অসুবিধা না হয় তা দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন। সভার পর মুখ্যমন্ত্রী গকুলনগরস্থিত টি এস আর ক্যাম্প সংলগ্ন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিস্তারিত সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হন। সেখানে তিনি কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের সাথে কথা বলেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বলেন সমস্ত রকমের পরিষেবা আপনারা পাবেন। যারা কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন তাদের পাশে সরকার রয়েছে। কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন বলে মন খারাপ করার কিছু নেই। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় সমস্ত নির্দেশ মেনে চললেই আমরা এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। মুখ্যমন্ত্রী মেডিক্যাল অফিসারদের নির্দেশ দেন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিদিনের রিপোর্ট যাতে সময়মত উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়। কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে যারা রয়েছেন তাদের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে যাতে ছাড়া না হয় এবং হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখার ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে করা হয় সে বিষয়েও নজর দিতে জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। সেখানে চিকিৎসারত রোগীদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী মতবিনিময় করেন। কোভিড-১৯ মোকাবেলায় জনসাধারণকে সচেতন করতে মুখ্যমন্ত্রীর আজকের এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হলেও সাম্প্রতিক ঝড়ে গকুলনগর এলাকায় যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়েও তিনি খোঁজ খবর নেন।

সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক, বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহ সভাধিপতি পিন্টু আইচ, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, অতিরিক্ত সচিব এস কে রাকেশ, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব পি কে গোয়েল, রোগ প্রতিরোধ ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক সি কে জমাতিয়া, পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জ্যোতির্মান দাস চৌধুরী, সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক সুব্রত চক্রবর্তী, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও এবং বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। চড়িলাম ব্লক পরিদর্শনকালে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

**৩য় পাতায়**

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় পুর পরিষদ এলাকায় যারা বহির্রাজ্য থেকে এসেছেন তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেন। তারা যেন সরকারি নিয়ম কানুন সঠিকভাবে মেনে চলেন সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে মুখ্যমন্ত্রী মহকুমা শাসককে ব্যাপক প্রচার করার পরামর্শ দেন। লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিধাভোগীদের কাছে সরকারি সহায়তা সঠিকভাবে পৌঁছেছে কিনা, সরকারি কাজকর্ম পুনরায় শুরু হয়েছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। বিশালগড় পুর পরিষদ সংলগ্ন স্থানে আয়োজিত আলোচনায় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপালী দে, ভাইস চেয়ারপার্সন অঞ্জন পুরকায়স্থ, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*******